Private Sector Development Support Project (PSDSP)

	Md. Shahabuddin Patwary, Additional Secretary Wing Chief, Room#04, Block#16, Ph-9180675, Fax- 9180671, PO Intercom-255 Email: wingchief-wb@erd.gov.bd	Project Coordinator, Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (CCU-PSDSP)
	Md. Hasan Maruf Joint Secretary Branch: WB-III ,Room # 13; Block # 16 Ph- 9119308 Email: js-wb3@erd.gov.bd	Deputy Project Coordinator-1, Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (CCU-PSDSP)

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১১ খ্রি: থেকে "Private Sector Development Support Project (PSDSP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে Economic Zones (Government, Government to Government, Public-Private Partnership, Special, Private) /IT Parks/Hi-Tech Parks স্থাপন এবং এতে সংযোগ-সড়ক, রেল-যোগাযোগ স্থাপন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য সহায়ক কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পিএসডিএসপি প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(১) দেশের অর্থনীতির গ্রোথ সেন্টারসমূহের উদীয়মান শিল্প ও সেবাখাতে সরাসরি বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ;
(২) শিল্প কল কারখানায় tenant বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং
(৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

প্রকল্পের ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর

PSDSP মূল প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমাণ: বিশ্বব্যাংক ঋণ ৪২.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ডিএফআইডি অনুদান ১৭.৪০ মিলিয়ণ মার্কিন ডলার= মোট ৬০.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূল প্রকল্পের ঋণ এবং অনুদান চুক্তির স্বাক্ষরের তারিখ: বিশ্বব্যাংক ২২ মে ২০১১ খ্রি: এবং ডিএফআইডি ০৮ জুলাই ২০১১ খ্রি:। ঋণ এবং অনুদান ১০০% ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পিএসডিএসপি মূল প্রকল্প ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়।

প্রকল্পটির কার্যক্রম ও কার্যকারিতা এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিবেচনায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটিতে অতিরিক্ত ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থায়ন চুক্তি ১৯ জুন ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৭০৩.০০ কোটি টাকা ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে এবং তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪০৭.০০ কোটি টাকা।

Private Sector Development Support Project (PSDSP) একটি গুচ্ছ প্রকল্প। তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং প্রতিষ্ঠান তিনটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে PSDSP মূল প্রকল্প সময় থেকে Central Coordination Unit (CCU) নামে একটি সমন্বয় ইউনিট স্থাপন করা হয়। উক্ত ইউনিট পরিচালনার জন্য Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (PSDSP) শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট (সিসিইউ)

সিসিইউ-পিএসডিএসপি'র অতিরিক্ত অর্থায়ন ইউএস ডলার ১.২০ মিলিয়ন (৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

সিসিইউ এর কার্যাবলিঃ

প্রকল্পের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে স্থাপিত সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করছেঃ

ক. প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির (Project Advisory Committee) সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন;
খ. আন্ত:বিভাগ এবং আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলিতে সহযোগিতা প্রদান;
গ. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং একীভূতকরণ;
ঘ. বিশ্বব্যাংকে অর্থ উত্তোলনের আবেদন প্রেরণ, নিরীক্ষাকার্যের সমন্বয়, অর্থ আহরণ ও ব্যবহার এবং উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ এবং বিশ্বব্যাংকে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে একক ডেলিভারি মেকানিজম হিসেবে দায়িত্ব পালন;
ঙ. বহিনিরীক্ষকদের কাজে সহযোগিতা করা এবং সঠিক সময়ে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান;
চ. প্রকল্পের ক্রয়/সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর উপদেশ প্রদানসহ এ সকল বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; এবং
ছ. প্রকল্পের সার্বিক কৌশল সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম, জাতীয় সংসদসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে ব্রিফিং সহ প্রয়োজনমত সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজনকরণ ।
জ. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ০৫ (পাঁচ) টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ০১ (এক) টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ০১ (এক) টি বৈদেশিক স্ট্যাডি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে।

সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি (বেজা)

এই প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়ন ইউএস ডলার ৮.১১ মিলিয়ন (৬৩২৫.৭১ লক্ষ টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৭১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এবং বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি (BEZA) কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন অথরিটি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটিকে প্রয়োজনীয় আইন- কানুন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার প্রয়াসে গঠিত। ইতোমধ্যে 'ইকোনমিক জোনস্' তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরী ও উন্নয়ন এবং দেশী-বিদেশী উদ্যোগক্তাদের জন্য শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং শিল্পায়নের প্রসার ঘটানোর কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বেসরকারি অর্থনৈতিক জোন পলিসি প্রকাশিত হয়েছে, বেজা বিধি ২০১৬ প্রবর্তিত হয়েছে, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রাপ্তি ও পরিচালনার প্রণোদনা প্যাকেজ-এর এসআরও জারি হয়েছে। One Stop Shop (OSS) Act, 2018 সংসদে অনুমোদিত হওয়ার পর এর কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ৮৮ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ টির উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ যাবৎ ৪৩ টি প্রি-ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি, ইনিশয়্যাল সাইট এসেজমেন্ট, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান সম্পন্ন হয়েছে। আরো ১২টি অর্থনৈতিক জোনের উল্লিখিত স্ট্যাডি, একটি মাস্টার প্লান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ১১টি বেসরকারি অর্থনৈতিক জোন ডেভেলপারকে চুড়ান্ত লাইসেন্স এবং ৯টি কে প্রভিশনাল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারী ডেভেলপারগণ ইতোমধ্যে ২,৯১৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এবং ১৯,৩৪৩ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক জোনসমূহে এ যাবৎ ৭৩টি টেনান্ট ফার্মের সাথে শিল্প বিনিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সরকার টু সরকার পদ্ধতিতে চীন ও জাপান সরকারের সাথে চুক্তি এবং ভারত সরকারের সাথে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রদানের বিষয়ে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাপানী, চাইনীজ, মালেশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ান বিভিন্ন কোম্পানীকে অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে শিল্প পরিচালনার জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-১ম পর্যায়

এই প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়ন ইউএস ডলার ৯৯.৮০ মিলিয়ন (৭৬৬.৪৫ কোটি টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ২৯০৭৭.০০ লক্ষ টাকা ।

'মাল্টি-সেক্টরাল ইকনমিক জোনস্' তৈরি এবং উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার দ্বারা ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে এ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করাই বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ।

বঙ্গবন্ধু শিল্প নগর-মিরসরাই-১, মিরসরাই-২এ, মিরসরাই-২বি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে on-site উন্নয়ন কাজ ১৯টির মধ্যে ৬টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কার্যক্রমগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ১৯টি কাজের চুক্তিমূল্য ৭৪১.৩৫ কোটি টাকা বা ৯২.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাছাড়া, অর্থনৈতিক জোনগুলিতে off-site উন্নয়ন কাজের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, তিতাস গ্যাস কোম্পানী, পিজিসিবি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, আরইবি এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হচ্ছে।

সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি প্রকল্প

এই প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়ন ইউএস ডলার ৩.৪৬ মিলিয়ন (২৭.৬৮ কোটি টাকা)। অতিরিক্ত অর্থায়নের ২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ২০৪৮.০০ লক্ষ টাকা ।

ব্যবসা বান্ধব নীতিমালা এবং নির্দেশনা তৈরীর মাধ্যমে বেপজাকে সম্পূর্ণ কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগ সুবিধা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটিতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, স্টাডি ট্যুর এবং বিনিয়োগ উন্নয়নের বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আওতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহে কর্মরত কর্মীদের কল্যাণ ও কাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজার রাখার লক্ষ্যে সামাজিক ও পরিবেশগত কাউন্সেলরগণ সেবা প্রদান করছেন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেপজাতে One Stop Shop (OSS) পদ্ধতি চালু হয়েছে। এনভাইরনমেন্ট ল্যাব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে এবং ল্যাব দুটি পুর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়ন ইউএস ডলার ১৭.৪৩ মিলিয়ন (১৩৯.৪৪ কোটি টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় (পিএ) হয়েছে ৬৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা ।

প্রযুক্তিগত জ্ঞানভিত্তিক শিল্প-আইটি/আইটিইএস এবং হাই-টেক শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই হলো এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হাই-টেক পার্ক স্থাপন একটি গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেসরকারি আইটি পার্ক গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে, বিনিয়োগকারী ও ডেভেলপার-এর জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ-এর এসআরও জারি হয়েছে। সরাসরি বেসরকারি বিনিয়োগ ৫৭.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৮,৫৭৬টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ১৪,৭৪৩ জন ইতোমধ্যে শিল্প এবং IT বিষয়ক সুনির্দ্দিষ্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আইটি বিষয়ক ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি পার্ক, কালিয়াকৈর স্থাপনের জন্য ৩টি ব্লকে ডেভেলপার নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ১২টি প্রাইভেট সফট্ওয়ার টেকনোলজী পার্ক এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৪১টি কোম্পানীকে কোয়ালিটি স্টান্ডার্ড সার্টিফিকেট-ISO ৯০০১ এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যশোরে শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি পার্ক এবং ঢাকায় জনতা সফট্ওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।ইতোমধ্যে ৭৩টি টেনান্ট ফার্মের সাথে শিল্প বিনিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সিলেটে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। তাছাড়া, রাজশাহী, খুলনা এবং চট্টগ্রাম-এ হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার পূর্তকাজ চলছে। উল্লিখিত পার্কগুলোতে on-site উন্নয়ন কাজ ১৬টির মধ্যে ৭টির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ৯টি কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।